Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 56
October–December, 2018

পরিবেশ দূষণ রোধে ইসলামের নির্দেশনা : একটি বিশ্লেষণ

Directives of Islam in Preventing and Controlling Environmental Pollution: An Analysis

Fazly Ealahi Mamun*

ABSTRACT

Allah (SWT) has fashioned this earth as a livable planet for the human beings, animals and plants. Environment, in its generic sense, denotes those external elements which eventually affect our existence. For this reason, the maintenance of ecological balance is of utmost importance. Islam has developed effective directives to prevent, reduce and control environmental pollution. Given the global warming and climate change causing different natural catastrophes and consequent loss of human habitat this article attempts to analyze the concept of environment, nature of environmental pollution and the directives of Islam to preserve and protect the environment by combatting and controlling environmental pollution.

Keywords: environment, pollution, air pollution, sound pollution.

সারসংক্ষেপ

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব, জীবন-যাত্রা ও বংশধারার সুষ্ঠু বিকাশ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য দান করেছেন মানবোপযোগী প্রাকৃতিক বিশ্ব পরিবেশ। পরিবেশ এমন সব বাহ্যিক উপাদানকে নির্দেশ করে, যা সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে, ক্ষেত্রবিশেষে করে নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশের ভারসাম্য তাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে এমন সব উপাদানের প্রতিরোধে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট কর্মনীতি। সর্বপ্রকার দূষণ রোধে ভারসাম্যপূর্ণ ও যথাযথ নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। সে নির্দেশনা বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় একান্ত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু একবিংশ শতাব্দির এ পর্যায়ে এসে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা আজকের আধুনিক বিশ্বকে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটায় অশান্ত ও বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ফলে পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে পর্যালোচনা ও বিবরণমূলক প্রক্রিয়ায় পরিবেশের পরিচয়, পরিবেশ দূষণের প্রকৃতি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধে ইসলামের নির্দেশনা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

মূলশব্দ: পরিবেশ, দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ।

* Lecturer & Head (Acting), Department of Islamic Studies, Leading University, Sylhet, email: felahimamun@gmail.com

ভূমিকা

পরিবেশ বহুবিধ বিচিত্র উপাদান ও উপায়ের সমাহার। এসব উপাদান ও উপায় এক বিশেষ নিয়ম শৃঙ্খলার আবর্তে স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে ভূমিকারত। মানুষ এ পরিবেশের সেরা বুদ্ধিবৃত্তিক একটি জীব। বুদ্ধিবৃত্তির কারণে মানুষ প্রকৃতি তথা প্রাকৃতিক পরিবেশকে ইচ্ছামত প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ব্যবহার করছে, ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিশৃঙ্খল বা পরিবেশ দূষণ। অর্থাৎ পরিবেশে বিদ্যমান উপাদানের সমতার যে পরিমাণ ও মাত্রা রয়েছে তাতে এমন বিঘ্নতা সৃষ্টি, যাতে জীব বৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাকে পরিবেশ দূষণ বলা হয়। পরিবেশ দূষণ বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত একটি বিষয়। পরিবেশ দূষণের নানা ক্ষেত্রের মধ্যে পানি, বায়ু, প্রাণীকুল, বৃক্ষরাজি শব্দ ও মাটি অন্যতম। পরিবেশ দূষণ সমস্যা নিয়ে আজ সব দেশই চিন্তিত। শুধুমাত্র এ কারণেই সভ্যতার অস্তিত্ব আজ সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই এ দূষণ রোধে তৎপর হয়েছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য ১৯৭২ সালে 'মানুষের পরিবেশ' নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশন হয় স্টকহোমে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয় ১২ দিনব্যাপী ধরিত্রী সম্মেলন। বাংলাদেশের সংবিধানেও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এখানেও প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। এ সময়ে পরিবেশ দূষণ মানব সভ্যতার জন্য ভয়ংকর বিপদের পূর্বাভাস। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে যেকোনো মূল্যে পরিবেশ দূষণ রোধ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের দূষণ থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে এ সম্পর্কিত ইসলামের নির্দেশনা জানা আবশ্যক। অত্র প্রবন্ধে তাই ব্যাপকার্থে পরিবেশ দূষণ তথা পানি, বায়ু, প্রাণীকুল, বৃক্ষরাজি শব্দ ও মাটি দূষণ ও তা রোধে ইসলামের নির্দেশনা নিয়ে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

পরিবেশ

পরিবেশ বলতে আমাদের পারিপার্শ্বিক জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতিগত উপাদানসমূহের যৌথ প্রভাব ও পারস্পরিক অবস্থানকে বুঝানো হয়। ইংরেজী 'Ecology' শব্দের বাংলা পরিভাষা হচ্ছে 'পরিবেশ বিজ্ঞান বা বাস্তু-বিজ্ঞান। Ecology শব্দটি ল্যাটিন oikos ও logos সমন্বয়ে গঠিত, যার অর্থ যথাক্রমে ঘর, বসতি বা বাসস্থান এবং জ্ঞান বা গবেষণা। কাজেই পবিবেশ বিজ্ঞানের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বাসস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান। (Azād 1995, 1)

গ্রীক ভাষায় (oikos) (বাসস্থান বা বাস্তু) ও (logos) (তত্ত্ব বা জ্ঞান) এই দু'টি মূল কথা থেকে (Ecology) শব্দের উৎপত্তি, যা ১৮৮৫ ইং রিটার (Reiter) নামক একজন জীববিজ্ঞানি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন (Rahman 1984,1)।

ড. মোহাম্মদ সদরুল আমীন তার পরিবেশ বিজ্ঞান গ্রন্থে বলেন,

The situation surrounding us reflecting the joint effects and inter-relations of climatologically and geomorphologic factors - ''আবহাওয়া ও ভৌগোলিক উপাদানগুলোর আন্তসম্পর্ক এবং তাদের মিলিত প্রভাবগুলোই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিফলিত করে" (Amin1996, 01)।

M. Maniruzzaman বলেন,

আমরা আমাদের চারপাশে যা দেখি বা যে সমস্ত উপাদানসমূহ বা বস্তু সম্ভার আমাদের স্বাস্থ্য, ভাল মন্দ ও সুখ-দুঃখের উপর কর্তৃত্ব করে তা দিয়েই গড়ে উঠে আমাদের পরিবেশ। এক কথায় প্রকৃতির সঙ্গে জীবজগতের যে সম্পর্ক ও সহাবস্থান মূলত তাকেই পরিবেশ বলা হয়।" (Maniruzzaman1997, 19)

বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকাইভার তার society গ্রন্থে বলেন, এ সবই আমাদের জীবনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জীবন ব্যবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বস্তুত আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন তা হলো পরিবেশ। সমাজ বিজ্ঞানী William F. Ogburn & Meyer F. Nimkoff পরিবেশের সাথে মানুষের দেহের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মতানুসারে পরিবেশ যদি উন্নত হয় তবে তা মানুষের দৈহিক উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়। মানুষের স্বাস্থ্য সুন্দর হয়, উন্নত হয়, যদি চিকিৎসা ব্যবস্থা উচ্চমানের হয়, পুষ্টির ব্যবস্থা যথাযথ মানসম্মত হয়। কলকারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়ায় বাতাস দূষিত হয়, প্রতিকূল পরিবেশে মানুষের শরীর- স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। কলুষিত পরিবেশে নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সুতরাং পরিবেশ এক বিচিত্র ও বহুমুখী উপাদানের সমষ্টি। (Ogburn & Nimkoff 1964, 4)

Gould and Kold দেখিয়েছেন, পরিবেশ মূলত জীবের বিকাশ ও জীবনের প্রভাবের সমষ্টি, তারা Dictionary of social science গ্রন্থে বলেছেন:

> Environment may be defined as consisting of all external sources and factors to which a person or aggregate of persons in actually or potentially resposive.

পরিবেশ সব বাহ্যিক উৎস ও উৎপাদক দ্বারা গঠিত, যেখানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ প্রকৃতপক্ষে বা কার্যত প্রতিক্রিয়াশীল। (Gould & Kold 1959, 241)

একইভাবে গোপেশ নাথ খান্না বলেন,

> Environment as the sum of total effects the development and life of organism.

পরিবেশ হচ্ছে জীবের বিকাশ ও জীবনগুলোর প্রভাবের সমষ্টি। (Khanna 1993, 12)

আবার অনেকে পারিপার্শ্বিক সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবেশের বিস্তারিত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে,

মানব জীবনকে বেষ্টন করে যে সৃষ্টি জগত ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অস্তিত্বমান বস্তুসামগ্রী এবং মানব সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ সবগুলো নিয়েই আমাদের পরিবেশ। বস্তুগত পরিবেশ হল বিশ্ব জগতের প্রাকৃতিক বস্তুসামগ্রী যেমন ভূ-পৃষ্ঠ যেখানে রয়েছে পাহাড়-পর্বত, সাগর, পানি, লৌহ, বৃক্ষ, ফসল, বায়ু, গ্যাস, এবং এ সকল উপাদানের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফসল, যা মানুষের ও জীবজন্তুর উপকারে লাগছে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পানীয়, চিকিৎসা, ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন ইত্যাদির সমষ্টি। (Haque 2003, 25-26)

মানুষ ও তার জীবনকে ঘিরে যে নৈতিক পরিবেশ তা হল মানুষের আত্মিক প্রয়োজন পূরণের ধর্মীয় শিক্ষা, শিল্প সাহিত্য মানবিক সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং গোটা সৃষ্টি জগত, জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ জ্ঞানকেই বোঝানো হয়।" (Ibrāhīm 1996, 11)

পরিবেশের এ সমস্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, পরিবেশ হচ্ছে বস্তুজগত ও জীবজগতের ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা। অর্থাৎ ভূমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত সকল উপাদানের মধ্যে একটি সমন্বয় বা একে অন্যের উপর নির্ভরশীলতাকে পরিবেশ বলে। পরিবেশ সবরকমের বাহ্যিক উপাদানকে বুঝিয়ে থাকে, যা মানব জীবন, সামাজিক পরিবেশ এবং উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। বস্তুত মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আচরণ, পেশা, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত, পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত এবং কখনও কখনও পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মোটকথা পৃথিবীর সবকিছু যা ভূ- পৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত যথা আলো, বাতাস, পানি, মেঘ, কুয়াশা, মাটি, শব্দ, বন, পাহাড়,

পর্বত, নদী- নালা, সাগর মহাসাগর, মানব নির্মিত সর্বপ্রকার অবকাঠামো এবং গোটা উদ্ভিদ ও প্রাণীমণ্ডল সমন্বয়ে যা সৃষ্টি তাই পরিবেশ।

আল-কুরআনে পরিবেশের প্রতিশব্দ

'পরিবেশ' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হলো 'বীআহ'। আরবী 'বীআ''(بيئة) শাব্দিক অর্থ, স্থান বা বাসস্থান। আবার 'বিআ', 'বাআ'' ও 'মাবাআ'' শব্দগুলো গোত্রের বাসস্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপত্যকা বা পর্বত চূড়ার যেখানে তারা সংঘবদ্ধভাবে আশ্রয় নেয়। এ থেকেই যে পানির স্থানে উটকে বসানো হয় বা যেখানে সে রাত কাটায় তাকে 'মাবাআ'' বলা হয় (Manjūr1993, 382)। এ অর্থে মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

আর যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম। (Al-Qurān, 22: 26)

ইউসুফ (আ.) কে তাঁর দেশে বসতি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

﴿وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِيْ اَلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾

আর এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারে। (Al-Qurān, 12:56)

সুতরাং পবিত্র কুরআনের ভাষায় بَوَّء (বাওয়া) এবং تَبَوَّءَ (তাবাওয়া) শব্দ দ্বারা ঠিকানা, ঘর, বসতি বা বাসস্থানকে বোঝানো হয়েছে, যা পরিবেশের মূল উপাদান হিসেবে গণ্য।

পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণ মানুষের জীবন-মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। পরিবেশ দূষণ জৈবিক বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে, তাই এটি প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ক একটি সমস্যা। সেই আদিকাল থেকেই পরিবেশ মানুষের দ্বারা দূষিত হয়ে আসছে। তবে এ সমস্যা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দির শিল্প বিপ্লবের সূচনা থেকে। উনবিংশ শতাব্দির ষাটের দশকে এসে দেখা গেল, পরিবেশ দূষণ কেবল সমস্যা নয়। এটি মানব সভ্যতাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে পৃথিবী আজ বিপন্ন।

দূষণ শব্দটির আরবি প্রতিশব্দ হল تلوث ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Pollution । আরবি অভিধানগুলোতে لوث শব্দের অর্থ করা হয়েছে আবৃত করা, ঢেকে দেয়া, সংমিশ্রণ। যেমন বলা হয় لوث الماء 'পানি দূষণ' যা অন্য কোন বস্তুর সংমিশ্রণে তার গুণাগুণ হারিয়েছে। আরবি ভাষার নির্ভরযোগ্য অভিধান লিসানুল আরবে 'লাওছ' শব্দের অধীনে বলা হয়েছে, 'তালাওউছ' শব্দের অর্থ মলিন বা কদর্য হওয়া। যেমন বলা হয়, تلوثُ الطين بالتبن والجِصِّ بالرمل খড়ের দ্বারা মাটি এবং চুন দ্বারা বালি দূষিত

হয়েছে। বলা হয়, ولَوَّث ثِيابه بالطين সে তার কাপড়কে মাটি দ্বারা দূষিত করেছে। আরও বলা হয়, لَوَّث الماء পানি দূষিত হয়েছে। (Manjūr 1405H, 2/187)

সাধারণতভাবে বলতে গেলে, প্রাকৃতিক পরিবেশে যে দ্রব্য ছিল না বা যে পরিমাণে ছিল না, মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশে তা উপস্থিত রয়েছে তাকেই পরিবেশ দূষিত করা বলে। পরিবেশ দূষণের পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন এম. আমিনুল ইসলাম বলেন, "মানুষের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দূষণকে সাধারণভাবে পরিবেশ দূষণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।" (Islām 1998, 89) ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল কাদির আল-কাফী বলেন, "প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনায় প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও বায়ুমণ্ডলে অনিষ্ট সৃষ্টিকারী বস্তুর উপস্থিতি যা পরিবেশগত ভারসাম্যকে ধ্বংস করে তাই পরিবেশ দূষণ।" (Al-Kāfī 1985, 10)

Muhammad Marchi বলেন,

> যা জীবনী শক্তির উৎস সমূহ কিংবা পরিবেশের শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটায়। পরিবেশের সঠিক উপভোগকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেশের অন্য বৈধ ব্যবহারগুলোকে বাধাগ্রস্ত করে। অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশ অভ্যন্তরে কোনো শক্তি বা দ্রব্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটানো, শেষাবধি যা ক্ষতিকর প্রভাব রাখে এবং মানুষের সুস্থতাকে হুমকির সম্মুখীন করে, সাধারণভাবে তাকে পরিবেশ দূষণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। (Marchi 1999, 105)

আবার Hirendra kumer dash বলেন, "বায়ু, পানি ও মাটির প্রাকৃতিক, রাসায়নিক বা জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটিয়ে মানব জীবনের, অন্যন্যা কাঙ্ক্ষিত প্রজাতি ও সম্পদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারকে বিদূষণ বলা যেতে পারে (Das 1999, 02)।

আল-কুরআনে পরিবেশ বিপর্যয়

বিপর্যয় শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ فساد (ফাসাদ), আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার অর্থ - বিকৃতি, ভ্রান্তি, পচন, দুর্নীতি, কল্যাণের বিপরীত ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাসাদ শব্দ দ্বারা মানুষের নৈতিক আচরণগত ত্রুটি- বিচ্যুতি, খারাপ কাজ, নিকৃষ্ট অভ্যাস অথবা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট বিপর্যয়কে বোঝানো হয়। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে فساد শব্দ এসেছে, যাতে ভূ-পৃষ্ঠে মানব সৃষ্ট বিপর্যয়কে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿وَلا تُفسِدوا فِي الأَرضِ بَعدَ إِصلاحِها ۚ ذٰلِكُم خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم مُؤمِنينَ﴾

পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না, তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (Al-Qurān, 7:85)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃত-কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। (Al-Qurān, 30:41)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় فساد (ফাসাদ) শব্দ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে তাফসীরবিদদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে:

فساد كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق واخفاق الصيادين والغاصة ومحق البركات من كل شيء وقلة المنافع في الجملة وكثرة المضار.

বিপর্যয় (ফাসাদ) বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, শিকার (খাদ্যের) ঘাটতি, সবকিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কমে যাওয়া, ক্ষতি বেশি হওয়া ইত্যাদি আপদ বোঝানো হয়েছে। (Alūsī 1427H, 21/63)

পবিত্র কুরআনে ফাসাদ বা বিপর্যয়- এর উল্লেখ দ্বারা আধুনিক বিশ্বের পরিবেশ দূষণ তথা ইকোসিস্টেমের বিপর্যয় বোঝানো যেতে পারে। কারণ পরিবেশগত পরিবর্তন যা মানব জাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে তার সাথে পবিত্র কুরআন উল্লিখিত ফাসাদ فساد এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে ইসলাম

পরিবেশ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা জীবনের সকল পর্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করে। পরিবেশের রয়েছে মহান স্রষ্টা এবং মহাপ্রজ্ঞাবান পরিচালক আল্লাহ প্রবর্তিত একটি সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ সুষম ব্যবস্থা। আল্লাহ বলেন,

﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾

এটা আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর কীর্তি, যিনি প্রতিটি জিনিস সুষম করেছেন। (Al-Qurān, 27:88)

ইসলাম কল্যাণমুখী এক জীবনব্যবস্থা। এতে মানুষের পরিবেশকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ ভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তার কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করা হল:

আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾

তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। (Al-Qurān, 31:20)

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرضِ جَميعًا﴾

তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন (Al-Qurān, 2:29)

আল্লাহ ভূমিকে মানুষের কল্যাণে কীভাবে নিয়োজিত করেছেন তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَآيَةٌ لَهُمُ الأَرضُ المَيتَةُ أَحيَيناها وَأَخرَجنا مِنها حَبًّا فَمِنهُ يَأكُلونَ﴾

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ভূমি। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তা তারা ভক্ষণ করে। (Al-Qurān, 36:33)

বৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ فِراشًا وَالسَّماءَ بناءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزقًا لَكُم﴾

যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা ও আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপন্ন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। (Al-Qurān, 2:22)

পরিবেশ ধ্বংসকে পবিত্র কুরআন 'বিশৃঙ্খলা' হিসেবে এবং অধুনা বিজ্ঞান 'দূষণ' নামে অভিহিত করেছে।

পরিবেশের শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটায় এবং পৃথিবীর জীবনকে অসম্ভব ও ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে এমন যেকোনো অনাচারের বিরুদ্ধেই ইসলাম সোচ্চার। তা রোধে ইসলাম নানা উপায় ও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার প্রবর্তন করেছে। পরিবেশ দূষণসঙ্ঘটিত হয়ে থাকে পানি, বায়ু, মাটি, শব্দ ইত্যাদি দূষিত হলে। নিম্নে বিষয়গুলো সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোচনা উপস্থাপিত হলো:

বায়ু দূষণরোধে ইসলামের নির্দেশনা

ইসলাম বায়ু দূষণ রোধকে বিভিন্নভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। ইবনুল কায়্যিম রহ. তদীয় 'তিব্বে নববী' গ্রন্থে একটি অধ্যায়ই রচনা করেছেন মহামারী ও সেসব রোগ সম্পর্কে, বায়ু দূষণের মাধ্যমে যার বিস্তার বা সংক্রমণ ঘটে। এসব তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান থেকে। পরিবেশ সম্মেলন বসার শত বছর আগে তিনি তা

রচনা করেছেন। তিনি বলেন, মহামারীর সক্রিয় কারণ ও হেতুগুলোর অন্যতম একটি হলো বায়ু দূষণ। আর বায়ুর উপাদান দূষণ মহামারির প্রকোপকে অনিবার্য করে। ক্ষতিকর জিনিস বায়ুর শক্তির চেয়ে প্রবল হওয়ার কারণে বায়ু দূষিত হয়ে ওঠে, যেমন পচন, দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত হওয়া। চাই তা বছরের যে কোনো সময় হোক না কেন। যদিও প্রায় ক্ষেত্রে এর উদ্ভব ঘটে গ্রীষ্ম ও বসন্তের শেষভাগে। (Ibn Qayyum1994,108)

ইবন খালদূন তার 'আল-মুকাদ্দিমা' নামক অমর গ্রন্থে বায়ূ দূষণের পিছনে দুর্ভিক্ষ, মহামারিসহ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, এসব কারণে বায়ু দূষিত হয় এবং তা থেকে পরিবেশের ভারসম্য নষ্ট হয়, আর্দ্রতা তৈরি হয় ও বিকৃতি সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি বলেন, মানুষের উচিৎ বসতি স্থাপনের সময় বাড়ি-ঘরের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখা। যাতে বাতাস তরঙ্গায়িত হতে পারে এবং বাতাসে বিদ্যমান বিকৃতি ও পচন থেকে সৃষ্ট ক্ষতিকর উপাদানগুলো উড়ে যেতে পারে। (Ibn Khldūn 2007, 771-772) পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে বায়ু দূষণ থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে নির্দেশনা এসেছে। যার মাধ্যমে বায়ু দূষণের ক্ষতিকর বিষয় থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। যেমন-

কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর মাধ্যমে: রাস্তাঘাটে যদি কোন কষ্টদায়ক বস্তু থাকে, তাহলে তা সরানোর মাধ্যমে বায়ু দূষণরোধ করা যায়। তাই হাদীসে বলা হয়েছে,

الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق،

ঈমানের তেহাত্তর বা তেষট্টিটি শাখা রয়েছে। ওসবের মধ্যে সর্বোত্তমটি হলো- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।' (Muslim1999, 61)

ইসলামে রাস্তায় চলাচল করার জন্য কতিপয় আদবের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হল রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু পেলে তা সরিয়ে ফেলা। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

إِيَّاكُم وَالْجُلُوسَ فِى الطُّرُقاتِ، فقَالُوا: يَا رسَولَ اللَّه، مَا لَنَا مِنْ مَجالِسنَا بُدٌّ، نَتحدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِس فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قالوا: ومَا حَقُّ الطَّرِيق يَا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَر، وكَفُّ الأَذَى، ورَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بالْمَعْروفِ، والنَّهْيُ عنِ الْمُنْكَرِ.

সাবধান, তোমরা রাস্তায় বসবে না। সাহাবীরা বললেন, রাস্তায় না বসে তো আমাদের উপায় নেই, আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, যদি রাস্তায় তোমাদের নিতান্তই বসতে হয় তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তাঁরা

জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তার হক কী? তিনি বললেন. 'দৃষ্টি অবনত রাখা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, সালামের উত্তর দেয়া এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা।' (Al-Bukhārī 2004, 6229; Muslim1999, 5900)

আমাদের চলাচলের পথে মানুষের জন্য কষ্টদায়ক ও বিপদজনক অনেক বস্তু পড়ে থাকে। যেমন মরা জীবজন্তু, কাঁটা, ময়লা, কলার ছোলা, পিচ্ছিল পলিথিন, জলন্ত সিগারেটের কিয়দাংশ ইত্যাদি। ঈমানের দাবি হলো, এগুলো পথ থেকে অপসারণ করা। এ সব কষ্টদায়ক বস্তুর মধ্যে এমন উপাদান বা জীবাণু থাকতে পারে, যার দ্বারা বায়ু দূষিত হবে। রাসূলের এ হাদীসকে যদি বায়ু দূষণরোধের মূলনীতি হিসাবে ধরা যায় তাহলে বায়ুদূষণ রোধ করা সম্ভব।

মাটিতে দাফন করা: কেউ মারা গেলে ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে তাকে কবর দিতে বলে, যাতে পরিবেশের কোন ধরনের দূষণ না হয়। কুরআন থেকে জানা যায়, যে জিনিসটা পঁচে যায় তা মরে যাওয়ার পর মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়। যেমন কাবিল যখন হাবিলকে হত্যা করে তখন দুটি কাক সেখানে আসে আর তাদের একজন আরেকজনকে হত্যা করে এবং মৃত কাককে দাফন করে ফেলে তা দেখে কাবিল মাটি দিয়ে হাবিলকে ঢেকে ফেলে। এব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرابًا يَبحَثُ فِي الأَرضِ لِيُرِيَهُ كَيفَ يُواري سَوءَةَ أَخيهِ﴾

অতঃপর আল্লাহ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের শবদেহ কীভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার জন্য মাটি খনন করতে লাগল। (Al-Qurān, 05:31)

অতএব কুরআন এই নির্দেশনা দিচ্ছে যে, কেউ মারা গেলে তাকে মাটির নিচে কবরস্থ করতে হয়। ইসলাম শুধুমাত্র মৃত লাশকে দাফন করতে বলে না বরং ইসলাম অন্যান্য পঁচা-দুর্গন্ধ বস্তুকে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। বায়ু দূষণ রোধে জাবির (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীসটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। রাসূল স. বলেন:

من أكل ثوبا بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته.

যে ব্যক্তি কাঁচা পেঁয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং ঘরে বসে থাকে। (Al-Bukhārī 2004, 6812; Muslim1999, 875)

সুতরাং বায়ু দূষণ হলো বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত গ্যাস বস্তুকণাসমূহের অবস্থানিক বিবর্তন, যা মানুষ ও প্রকৃতির নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে এবং মানবতার জন্য ক্ষতিকর। এ কারণে সুঘ্রাণ হওয়া সত্তেও ইসলাম নারীর সুগন্ধি ব্যবহার করে বহির্গমণকে পরিবেশ দূষণ হিসেবে দেখেছে। হাদীসে এ জাতীয় দূষণের ভয়াবহতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. বলেন,

أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية.

যে কোন মহিলা সুগন্ধি বা পারফিউম ব্যবহার করে, অতঃপর মানুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, যাতে তারা তার সুবাস পায় সে একজন ব্যভিচারিণী। (Al-Tirmidī 2008, 2786; Al-Nasāi, 5143)।[১]

সত্যিই উন্মুক্ত স্থানে বা রাস্তাঘাটে নারীর সুগন্ধি ব্যবহার এমন এক দূষণ, যা খাঁটি মুত্তাকীদের ঈমানের স্বচ্ছতাকে কর্দমাক্ত করে এবং পরিবেশ বিপর্যয় করে। যদিও সুগন্ধির প্রতি দুর্বলতা, সুগন্ধি ছড়ানো এবং অন্যকে তা উপহার প্রদান পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। বরং ইসলাম এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। যেমন আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম স. বলেন,

من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح.

যার সামনে সুগন্ধি উপস্থাপন করা হয় সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে। কারণ তা বহনে হালকা এবং বাতাসকে সুবাসিত করে (Muslim1999, 5835)।

নবী করিম স. যখন সিংগা দিতেন অথবা লোম পরিষ্কার করতেন, নখ কাঁটতেন তখন তিনি তা বাকীউল গারকাদ কবরস্থানে পাঠাতেন, তারপর তা পুঁতে ফেলা হত। (Al Ispahānī 1994, 359) আমরা অনেক সময় হাঁচি, কাশি দেয়ার সময় মুখ ঢেকে রাখি না। এতে নির্গত ময়লা ও জীবাণু দ্বারা অন্যরা আক্রান্ত হতে পারে। এ ব্যাপারে মহানবী স. এর বিশেষ আচরণ বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী স. যখন হাঁচি দিতেন তখন এক টুকরা কাপড় বা নিজ হাত দ্বারা মুখ ঢেকে ফেলতেন এবং নিম্ন স্বরে আওয়াজ করতেন।[২] (Abū Daūd 1420H, 5029)

ধূমপানের মাধ্যমেও ব্যাপকভাবে বায়ুদূষণ ঘটে। অনেক মানুষ পাবলিক স্পেসগুলোয় দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট পান করেন। অথচ তা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ছোট বড় উপস্থিত সবাই। কারণ, নিয়মিত ধূমপানের চেয়ে প্যাসিভ স্মোকিং মানুষের জন্য আরও ক্ষতিকর। ধূমপান 'খাবায়েস' (অপবিত্রতা) এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. 'খাবায়েস'-কে অবৈধ করেছেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَات﴾

লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে? বল, সমস্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে (Al-Qurān, 05:04)

[১] শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[২] كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته

শরীয়তের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যের অন্যতম হলো- শরীরের নিরাপত্তা ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান। অথচ ধূমপানের মাধ্যমে দুটোর নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হয়। তাই এটা শরীয়তসম্মত নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সব ধরনের ধূমপান অপরাধ, তা অনর্থক অপচয়ও। ইসলামে সব ধরনের অপচয় অবশ্যই বর্জনীয়। অপব্যয়ীদের আল্লাহ শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿إِنَّ الْمُبْذِرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّه كَفُوْرًا﴾

যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (Al-Qurān, 17:27)

সর্বোপরি ধূমপায়ীরা বায়ু দূষণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অন্য মানুষ ও প্রাণী তথা সৃষ্ট জীবকে কষ্ট দিচ্ছে এবং জীবনকে বিষিয়ে তুলছে। এ ন্যাক্কারজনক কাজটি ইসলাম পরিপন্থী, মানবতা ও সমাজ বিরোধী, নিজের অস্তিত্ব বিরোধী এবং ইসলামের বাণী ও আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক। উপরোক্ত হাদীস ও কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, বায়ু দূষণের ভিতর মানব জাতির কোন না কোন অকল্যাণ নিহিত রয়েছে বিধায় আল্লাহ ও তার রাসূলুল্লাহ সা এ ব্যাপারে সর্তক করেছেন।

পানি দূষণরোধে ইসলামের নির্দেশনা

বিশুদ্ধ পানি পরিবেশ ও জীবন ধারণের অন্যতম উপকরণ। আল্লাহর এ নিয়ামতের বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন ধরনের দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। নিম্নে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো:

১. আর্সেনিক রোধ: বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এর প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞগণ বৃষ্টির পানি পান করার নির্দেশনা দিচ্ছেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টির পানি পানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

রাত-দিনের আগমন-নির্গমন, আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) নাযিল করেন, অতঃপর এর দ্বারা মৃতভূমিকে জীবন্ত করেন এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনে অবশ্যই জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন। (Al-Qurān, 45:05)

অতএব, আমরা বৃষ্টির বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বারোপের মাধ্যমে নিজেদেরকে আর্সেনিক থেকে মুক্ত রাখতে পারি।

২. বদ্ধ পানিতে পেশাব না করা: পানি দূষণরোধের জন্য ইসলাম কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الراكد.

নবী করীম স. বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। (Muslim 1999, 424; Ibn Mājah 2006, 135)

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.

তোমাদের কারও উচিত নয়, স্থির পানি যা প্রবাহিত হয় না সেখানে পেশাব করা, অতঃপর সেখানে গোসল করা।" (Al-Bukhārī 2004, 265)

কেননা, পেশাবের ভিতর এমন কিছু উপাদান আছে, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

মু'আয ইবন জাবাল রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل.

তোমরা অভিশাপ ডেকে আনে- এরূপ তিনটি কাজ থেকে বিরত থাক। চলাচলের রাস্তায়, রাস্তার মোড়ে অথবা ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করা থেকে।' (Ābū Dāud 2006, 26; Ibn Mājah 2006, 328)

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, অনেক রোগ দূষিত পানির মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। বিশেষত সেসব রোগ, যা নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া বা প্যারাসাইট থেকে সৃষ্টি হয়। অসুস্থ ব্যক্তির মল বা তার মূত্র থেকে তা সংক্রমিত হয়। এসবের অগ্রভাগে রয়েছে সান্নিপাতিক জ্বর বা টাইফয়েড (Typhoid), হেমাচুরিয়া (hematuria) (মূত্রের সঙ্গে রক্ত পড়া) ও এ্যানকাইলোস্টমা (Ancylostoma) (ফিতা কৃমি টাইপের যা মানুষের রক্ত খেয়ে ফেলে)। সান্নিপাতিক জ্বর বা টাইফয়েডের অণুগুলো মানুষের অন্ত্র, রক্ত ও প্রশ্রাবে ঠাঁই নেয়। ফলে পানির সঙ্গে আক্রান্ত ব্যক্তির পেশাব বা পায়খানার সংযোগ ঘটলে সহজেই তা পানির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। জীবাণু ছড়ানোর আগে অগ্রিম ব্যবস্থা হিসেবেই রাসূলুল্লাহ স. এর নির্দেশনা আমাদের সচেতন করে। (Barjawyī 1437H, 38)

৩. অযু করার পূর্বে হাত ধোয়া: উযু করার পূর্বে পাত্রের পানি যেন দূষিত না হয় এজন্য উচিৎ হাত ধুঁয়ে নেয়া। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.

তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে হাত না ধুয়ে যেন পানির পাত্রে হাত না দেয়। কারণ সে জানে না, রাতে তার হাত কোথায় ছিল? (Muslim 1998, 416; Al-Tirmidī 1983, 63; Ibn Mājah 2006, 394)

৪. পানির পাত্র ঢেকে রাখা: রাসূল স. বলেছেন,

غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء.

তোমরা (খাবারের) পাত্র ঢেকে রাখ, (পানির) মশকের মুখ বন্ধ করে রাখ, কেননা বছরে একটি রাত্রি এমন আছে, যাতে মহামারি অবতরণ করে। সেই মহামারি যে খোলা পাত্র ও পানির মশকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তাতেই পতিত হয়।।' (Muslim1999, 5374)

পানিকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এ হাদীস বলা হয়েছে। যদি তা খোলা থাকে তাহলে সেখানে পোঁকা-মাকড় বা ধূলা-বালির মাধ্যমে তা দূষিত হয়ে পড়ে। তাই পানির পাত্র ঢাকার ব্যাপারে ইসলামে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৫. পানির অপচয় রোধ : পানির পরিমাণ যখন পৃথিবীতে কমে যাবে, তখন এই পৃথিবীতে এক বিশাল বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। এ কারণে পানির অপচয় রোধে ইসলাম বিভিন্নভাবে দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। আমরা বিভিন্নভাবে পানির অপচয় করে থাকি। যখন প্রচুর পানি রক্ষিত হবে তখন পরিবেশ বিপর্যয় থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা যাবে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় পবিত্র ও মিষ্ট পানির ফোয়ারা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র, মিষ্ট ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার এবং অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় পানি ব্যবহার বর্জন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا أَنْهٰرٌمِّنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ. وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفّٰي وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَ هُمْ﴾

মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তাতে আছে নির্মল পানির নহর, দুধের এমন কিছু ঝর্ণাধারা, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্য রয়েছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, অতঃপর তা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে? (Al-Qurān, 47:15)

আমরা যদি একটু ভেবে দেখি, তাহলে দেখব তিনি মানব জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চেয়েছেন নির্মল পানির প্রতি এবং পৃথিবীর পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ কোন কোন সময় পরিবর্তন হয়ে যায়। মূলত পঁচা বদ্ধ পানিতে যে রোগ জীবাণু থাকে তা মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষের অজ্ঞাতই ছিল।

শব্দ দূষণরোধে ইসলামী নির্দেশনা

মানুষ বর্তমানে বিভিন্নভাবে শব্দ দূষণ করছে। এই শব্দ আজকাল কল-কারখানার শব্দ, গাড়ীর হর্ন, ঘণ্টার শব্দের দ্বারা দূষিত হচ্ছে। তা দূর করার জন্য ইসলাম কিছু বিধান দিয়েছে। আল্লাহর রাসুল (স.) শব্দ দূষণের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। চৌদ্দ শত বছর আগে পবিত্র কুরআনে শব্দের তীব্রতার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাচাঁনোর জন্য মানব জাতিকে সতর্ক করেছে এই বলে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচু স্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। (Al-Qurān, 49:02)

নিম্নস্বরে কথা বলার মাধ্যমে শব্দদূষণ রোধ করা সম্ভব। যেমন যখন কথা বলবে তখন উঁচু গলায় কথা না বলে নিম্নস্বরে কথা বলবে, তখন তার দ্বারা পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে রক্ষা পাবে। আল্লাহ অন্যত্র নামাজে স্বর উঁচু না করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا﴾

তোমরা সালাতে স্বর উচ্চ কর না এবং অতিশয় ক্ষীণও কর না; এই দুইয়ের মাঝ পথ অবলম্বন কর। (Al-Qurān, 17:110)

আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা চুপি চুপি করার জন্য পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক কাকুতি- মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (Al-Qurān, 07:55)

আয়াতে কারিমায় চুপিচুপি ও সংগোপনে দু'আ করা উত্তম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াতের শেষে এ বিষয়ে সতর্কও করা হয়েছে যে, দু'আ করার ব্যাপরে সীমা অতিক্রম করা যাবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সীমা আতিক্রমকারীকে পছন্দ করেন না।

স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা যাকারিয়া (আ) এর দু'আ উল্লেখ করে বলেন, إِذ نادىٰ رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا

যখন সে তার পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকল ।(Al-Qurān, 19:03)

চিৎকারের মাধ্যমে মুসলমানকে কষ্ট দেয়া থেকে সতর্কীকরণ: এর দ্বারা উদ্দেশ্য অপ্রিয় শব্দ, যা মানুষের কষ্ট বা উদ্বেগের কারণ হয়। আওয়াজ বা শব্দ মানুষের অপ্রিয়

হওয়ার কারণ এর তীব্রতা ও উচ্চতা। শুনতে অভ্যস্ত এমন স্বাভাবিক ও চির-চেনা আওয়াজ না হলেই মানুষ এমন বোধ করে। এটা কারো অজানা নয় যে, চিৎকার ও শোরগোল চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে, মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়। শান্তভাব ও সুচিন্তার নেয়ামতকে ধ্বংস করে এবং মানুষের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কাজে বাধার সৃষ্টি করে। অতএব, শান্ত অবস্থাপ্রিয়তা ইসলামী সভ্যতার একটি লক্ষণ এবং অন্যতম মূল্যবোধ। পবিত্র কুরআনে ও সুন্নতে নববীর অনেক স্থানে আমরা যার প্রমাণ দেখতে পাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নিচু কর, নিশ্চয়ই সব চাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ। (Al-Qurān, 31:19)

একইভাবে মানুষের জন্য এমনভাবে গৃহ নির্মাণ করা জায়েয নয়, যা অন্যের বসবাসের জন্য হুমকি হতে পারে। তেমনি টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদির অতিমাত্রায় আওয়াজ করাও বৈধ নয়। কারণ তা প্রতিবেশীর শান্তি বিনষ্ট করে ।

উচ্চস্বরে ডাকাডাকি, চিৎকার, দু'আ ও যিকিরের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এতে মানব জাতির কোন না কোন অকল্যাণ নিহিত রয়েছে বিধায় এ ব্যাপারে সর্তক করা হয়েছে।

মৃত্তিকা বা মাটি দূষণ রোধে ইসলামের নির্দেশনা

মাটির প্রয়োজনীয় উপাদান হ্রাস ও অবাঞ্ছিত পদার্থসমূহের (যেসব উপাদান মাটির নেতিবাচক রূপান্তর ঘটায়) সঞ্চয় যা বর্তমান জীব ও উদ্ভিদজগতের পক্ষে ক্ষতিকর তাকে মৃত্তিকা বা মাটি দূষণ বলা হয়। (Maniruzzamān 1997, 45) মাটি দূষণ পরিবেশ দূষণের একটি প্রধান অংশ। ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে রাস্তাঘাট, বাড়ি নির্মাণ, খনিজ সম্পদ আহরণের ফলে ভূমিকে সরিয়ে ফেলা, তেল সংগ্রহ, কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, তেজস্ক্রিয়, আবর্জনা, পৌর ও গ্রামীণ আবর্জনা, শিল্প আবর্জনা, খনিজ আবর্জনা মাটি দূষণের অন্যতম কারণ। মৃত্তিকা বা মাটিদূষণ বিংশ শতাব্দির পরিবেশ দূষণের অন্যতম অংশ, যা মানব ক্রিয়াকাণ্ড প্রসূত। পরিবেশ ভেবেই আল্লাহর সৃষ্টিতে অবাধ হস্তক্ষেপ এবং সৃষ্টি জগতের নিয়ম নীতিমালার বিপর্যয় সৃষ্টি, একবিংশ শতাব্দির মানুষের সামনে অস্তিত্বের প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে। মাটি, পানি, বায়ু প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুই একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। কাজেই বায়ু দূষণ, পানি দূষণ ও মাটি দূষণ একটার সাথে আরেকটা জড়িত। যা বায়ুকে দূষিত করে তা পানিকেও দূষিত করে, দূষণযুক্ত বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মাটি দূষিত হয়ে পড়ে। কৃষি, শিল্প, হোটেল-রেস্তোরাঁ, রাস্তাঘাট, বস্তি, বাড়ির কঠিন আবর্জনা এবং কৃষিজ আবর্জনা ভূ-পৃষ্ঠকে অহরহ দূষিত করে

তুলেছে। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টির প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, ভূ-পৃষ্ঠ তথা মাটি দূষণের অন্যতম অনুষঙ্গ ফসল জ্বালিয়ে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُه فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَافِي قَلْبِه وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فَى الْأَرْض لِيُفْسِدَفِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادْ﴾

আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাদের চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণী ধ্বংসের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। (Al-Qurān, 2:204-205)

উপরোক্ত আয়াত দু'টি আখনাস ইব্ন শরীক-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি নবী করীম স.-এর নিকট আগমন করে ইসলামের ঘোষণা দেন এবং ফিরে যাবার সময় কৃষিক্ষেত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর তা সে পুড়িয়ে দিল এবং রাস্তার গাধা খচ্চর যা পেল সবই জবাই করে দিল। আল্লাহ তা'আলা তার কার্যাবলি প্রকাশ করে দিলেন। (Al Kāfī 1985, 47-48) আয়াতে কৃষিক্ষেত্র ও প্রাণীর ধ্বংসকে বিপর্যয় সৃষ্টি এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যাতে বোঝা যায়, ভূমি দূষণ পরিবেশ বিপর্যয়ের একটি কারণ। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, দূষিত পদার্থ ও আবর্জনা মাটি বা শস্যক্ষেত্রে মিশে গিয়ে মাটির উর্বরতা নষ্ট করে দেয় এবং মাটিস্থ ব্যাকটেরিয়ার উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এ সংকটের গভীরতা অনুধাবনের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, "পরিবেশ দূষণকারী বস্তু পরিবেশ চক্রে বিদ্যমান ছয় ধরনের ব্যাকটেরিয়া, যা উদ্ভিদের বর্ধনশীলতার জন্য একান্ত জরুরী নাইট্রোজেনের উপাদান হিসাবে গণ্য তাকে যদি ধ্বংস করতে সক্ষম হয়, তাহলে পৃথিবী নামক এই গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। (Al Kāfī 1985, 48) শুধু কারখানা, বসত-বাড়ি, কৃষিক্ষেত্রের বর্জ্য দ্বারাই মাটি দূষিত হচ্ছে না বরং আধুনিক চাষ-পদ্ধতিও অনেকাংশে দায়ী। মাটির বুননে অনেক বিষয়ও উৎপাদন ও মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাসের জন্য দায়ী, যা মাটিকে ধ্বংস করছে। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত এখানে অনুধাবনযোগ্য:

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾

যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য ঘুর্ণায়মান করি। (Al-Qurān, 07:58)

বৃষ্টির মত নি'য়ামত যদিও ভূ-খণ্ডের সর্বত্র পাহাড়ে-পর্বত, সমুদ্র, উর্বর, অনুর্বর এবং উত্তম ও অনুত্তম সবরকম ভূখণ্ডেই বর্ষিত হয় তথাপি ফসল, বৃক্ষ ও তরিতরকারি

এমন ভূখণ্ডেই উৎপন্ন হয় যাতে উর্বরতা রয়েছে; কঙ্কর ও বালুকাময় ভূখণ্ড এ বৃষ্টির দ্বারা উপকৃত হয় না। জমির উর্বরতা ও তার ফসল উৎপন্নের ক্ষমতা বিনাশকারী প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে সর্তক করা হয়েছে । জমির উর্বর শক্তি বৃদ্ধির জন্য ইসলাম মানুষকে যেসব কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করে তার অন্যতম হলো কৃষি কাজ, যা পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষায় মৌলিক উৎস। ইসলাম একে গুরুত্ব দিয়েছে এবং একে ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছে। রাসুলুল্লাহ স. সাগ্রহে কৃষি কাজ ও বৃক্ষ রোপণে উদ্ধুদ্ধ করেছেন, যাতে উদ্ভিদ সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সুস্থ পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক হয়। যেমন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

مامن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.

যদি কোনো মুসলিম কোনো গাছ রোপণ করে অথবা ক্ষেতে ফসল বোনে আর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ প্রাণী খায়, তবে তা তার জন্য সদাকা হিসেবে গণ্য হবে (Al-Bukhārī 2004, 5587; Muslim1999, 3824)।

অপর হাদীসে রয়েছে, জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

من أحيا أرضا ميتة فهي له.

যে ব্যক্তি কোনো মৃত (অনাবাদী) ভূমিকে জীবিত (চাষযোগ্য) করবে, তা তারই জন্য (Abū Dā'ud 2006, 3075)

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, আল্লাহর কর্তৃক নির্দেশিত নিয়মনীতি মেনে চলা প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর জন্য জরুরী। কোন একটি দূষিত হলে প্রকারান্তরে গোটা সৃষ্টিতে বিপর্যয় ডেকে আনে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ভাষায় পৃথিবী ভূপৃষ্ঠ হতে ওজোন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিমণ্ডলে বিদ্যমান আলো বাতাস, পানি, মাটি, বন পাহাড়, নদী, সাগর মোটকথা উদ্ভিদ ও জীবজগত সমন্বয়ে যা সৃষ্টি তাই পরিবেশ। পরিবেশ মহান আল্লাহর এক অনুপম সৃষ্টি। মানুষের কল্যাণ ও স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে মহান আল্লাহ পরিবেশের যাবতীয় উপাদান তৈরি করেছেন। এর বিপর্যয়-বিপন্নতা পৃথিবীতে মানুষের ভবিষ্যতকে ফেলে দেবে গভীরতর সংকটে। যে সংকটের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে এই গ্রহ। ওহীভিত্তিক নির্দেশনা এ সংকট উত্তরণের একমাত্র পথ। ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে এর অনুবর্তিতা পরিবেশের বিপর্যয় রোধে মানববিশ্বকে সাফল্যের বন্দরে নিয়ে যেতে পারে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Daūd, Sulaimān Ibn Ash'as. 1420H. *Al-Sunan (In 1 Vol.).* Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyya.

Al Ispahānī, Hafij Abu Sheikh.1994. *Akhlaqunnabi sm.* Dhaka: Islamic Foundation.

Al Kāfī, Muhammad Abd al-Qādir. 1985. *Al-Quran al-Karīm wa Talawuth al-Biyah.* Kuwait: Maktabah al-Manār al-Islāmiyyah.

Al- Nasayi, Imam Abdur Rahman shuayib. 2008. *Al-Sunan.* Dhaka: Islamic Foundation.

Al-Bukhārī, Abū Abdullah Muhammad Ibn Isamā'īl. 2004. *Al-Jami al-Sahih*. Dhaka: Islamic Foundation.

Al-Tirmidī, Imām Abū Isā Muhāmmad Ibn Isā. 1983. *Sunān al-Tirmidī*. Beirut: Dār al-Fikr.

Alūsī, Shihāb Uddin Mahamūd. 1427H. *Ruh al-Maani*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-'Arābī.

Amīn, Sadrul. 1996. *Paribesh Biggan*. Dhaka: Bangla Academy.

Azād, Muhammad Abul Kalām.1995.*Udbhid Paribesh Biggan*. Dhaka: Bangla Academy.

Barjawyī, Mawlay Mustafa. 1437H. *Poribesh Bipojjay Rodhe Islam*. Translated by: Al-Hasan Toyeb. Islam House.com Publication.

Das, Hirandra Kumār. 1999. *Manab Paribesh Biggan: Bayu Dushan*. Dhaka: Bangla Academy.

Gould, Julius & Kolb, William L. 1959. *A Dictionary of the Social Sciences*. New York: Free Press of Glenc.

Haque, Mohammad Maynul. 2003. *Islām: Paribesh Sangrakkhan O Unnayan*. Dhaka: Islāmic Foundation.

Ibn Khldūn, Abdur Rahman. 2007. *Al-Muqaddimah*. Translated by: Golam Samdani. Dhaka: Dibya Prakas.

Ibn Mājah, Abū Abdullah Muhammad Ibn Yazīd. 2006. Al-S*unan*. Dhaka: Islāmic Foundation.

Ibn Manjūr, Jamal al-Din Muhammad Mukram. 1405H. *Lisān al-'Arab.* Qum, Iran.

Ibn Qayyum. 1994. *Al-Tibb Al-Nabwi*. Beirut: Dār Maktabah Hilali.

Islam, M Aminul .1998. *Sampad Babasthapana*. Dhaka: Bangla Academy.

Khanna,Gophes Nath.1993.*Global Environmental Crises and Management*. New Delhi: Ashish Publishing House.

Maniruzzaman, F. M. 1997. *Bipanna Paribesh O Bangladesh.* Dhaka: Ahamad Publising House.

Mārchi, Muhammad. 1999. *Al-Islām Wa al-Bi'ya*. Riyadh: Dār al-Kutub.

Muslim, Abū al-Hussain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qushayrī. 1999. *Al-Musnad Al-Sahīh.* Dhaka: Bangladesh Islamic Center.

Ogburn, William F. & Nimkoff, Meyer F. 1964. *Sociology*. New York: Houghton Mifflin

Rahman, Mohammad Shamsur.1984. *Udbhid Paribesh Tatta O Udbhid Vugol*. Dhaka: Bangla Academy.